যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৫৩১

১/ বিবিধ

আরবী

يخرج قوم هلكى لا يفلحون قائدهم امرأة، قائدهم في الجنة
منكر

رواه أبو سعيد بن الأعرابي في " المعجم " (1 / 77) : أخبرنا الصاغاني: أخبرنا أبو نعيم أخبرنا عبد الجبار بن العباس عن عطاء بن السائب عن عمر بن الهجنع عن أبي بكرة قال: " قيل له: ما منعك ألا تكون قاتلت عن
صبرتك يوم الجمل؟ فقال " فذكره مرفوعا. ورواه أبو منصور بن عساكر في: " الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين " (28 / 2 الحديث 12) من طريق الصغاني وأورده العقيلي في " الضعفاء " (289) وقال: حدثنا محمد بن عبيدة قال: حدثنا أبو نعيم به وقال: " عمر بن الهجنع لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به وعبد الجبار بن العباس من الشيعة ". قلت: وهذا صدوق، وأما عمر بن الهجنع، فقال الذهبي تبعا للعقيلي: " لا يعرف ". وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " (1 / 145) على قاعدته في توثيق المجهولين، فلا يغتر به كما نبهنا عليه مرارا
وعطاء بن السائب كان اختلط، فالحديث ضعيف منكر، وقد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 10) من طريق العقيلي، وأعله بعبد الجبار هذا، فلم يصنع شيئا! ولذلك رد عليه السيوطي في " اللآلي " (1091) ثم ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (1 / 195) بأن العقيلي أورده في ترجمة ابن الهجنع، فقال فيه ما سبق: " متروك الحديث ". قلت: لأنه كان كذابا، فسقط حديثه

বাংলা

৫৩১। যাদের নেতৃত্ব দিবে নারী এমন একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি প্রকাশ পাবে, তারা নাজাতপ্রাপ্ত হবে না। তবে তাদের নেতৃত্ব দানকারী জান্নাতী হবে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি আবু সাঈদ ইবনুল আরাবী "আল-মু'জাম" (১/৭৭) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আবু মানসূর ইবনু আসাকির "আল-আরবাউন ফী মানাকিবে উম্মাহাতিল মু'মেনীন" (২/২২৮ হাঃ ১২) গ্রন্থে সাগানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (২৮৯) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ সনদের বর্ণনাকারী উমর ইবনু হাজান্না অনুসরণযোগ্য নয়। তার মাধ্যম ছাড়া হাদীছটিকে চেনা যায় না। আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল জাব্বার ইবনুল আব্বাস শী'আহ সম্প্রদায়ভুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এই আব্দুল জাব্বার সত্যবাদী। তবে উমর ইবনু হাজান্না' সম্পর্কে উকায়লীর অনুসরণ করে হাফিয যাহাবী বলেনঃ তাকে চেনা যায় না। ইবনু হিব্বান তাকে "আছ-ছিকাত" (১/১৪৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন অপরিচিতদেরকে নির্ভরশীল আখ্যা দেয়া তার নীতি হওয়ার কারণে। তার এ নির্ভরযোগ্য আখ্যাদানের দ্বারা ধোকায় পড়া যাবে না। এ ব্যাপারে বার বার সতর্ক করা হয়েছে।

এ ছাড়া আরেক বর্ণনাকারী আতা ইবনুস সায়েবের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। অতএব হাদীছটি দুর্বল মুনকার। হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযু'আত" (২/১০) গ্রন্থে উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং আব্দুল জাব্বার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে ঠিক কাজটি করেননি! এ কারণেই "আল-লাআলী" (১০৯১) গ্রন্থে সুয়ূতী এবং "তানযীহুশ শারীয়াহ" (১/১৯৫) গ্রন্থে উকায়লীর ভাষ্য দ্বারা তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেনঃ ইবনুল হাজান্না মাতরূকুল হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছিঃ কারণ তিনি মিথ্যুক ছিলেন। অতএব তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71410

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন